চরম উৎকণ্ঠায় আসামের ৪০ লাখ বাংলাভাষী মানুষ

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামের জাতীয় নাগরিকপঞ্জির (এনআরসি) চূড়ান্ত তালিকা। স্থানীয় সময় সকাল ১০টায় (বাংলাদেশ সময় সকাল সাড়ে ১০টা) এই তালিকা প্রকাশ করার কথা।

এতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন রাজ্যের ৪০ লাখের বেশি বাংলা ভাষাভাষী হিন্দু ও মুসলমান। নাগরিকত্ব হারানোর ঝুঁকিতে চরম উৎকণ্ঠায় সময় পার করছেন তারা। বলা যায়, তাদের ভাগ্য এখন সুতার ওপর ঝুলছে।
এরা গত বছর ওই রাজ্যের ‘প্রমাণিত নাগরিক’ তালিকার বাইরে পড়ে গেছেন।

প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কার করার লক্ষ্যে এক সরকারি উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

এনআরসি প্রক্রিয়া আসলে কী?

এনআরসি হল একটি স্বাধীন ও প্রযুক্তি পরিচালিত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা যাবে। এ প্রক্রিয়া চালিত হচ্ছে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু এনআরসির নিয়মানুসারে কোনও ব্যক্তি যদি বিদেশি ট্রাইবুনাল দ্বারা বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকেন, কোনও ব্যক্তি যদি স্থানীয় নির্বাচনী কর্মকর্তা দ্বারা ডি ভোটার বলে চিহ্নিত হয়ে থাকেন অথবা যদি কোনও ব্যক্তি বা তার উত্তরসূরীর যদি লিগ্যাসি সংক্রান্ত বিষয় বিদেশি ট্রাইবুনালে মুলতুবি থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এনআরসি আপডেট প্রক্রিয়া থেকে বাদ রাখা হবে।

অন্যদিকে, এনআরসির চূড়ান্ত তালিকা এবং একে ঘিরে বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত বরাক উপত্যকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এনআরসির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে আসাম চুক্তির ৬-নম্বর ধারা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে ষাটের দশক থেকে চলে আসা পৃথক বরাকের দাবি আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে।

ফের মাথাচাড়া দিচ্ছে পৃথক বরাকের দাবি

আজ প্রকাশিত হচ্ছে ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনস (এনআরসি)’র চূড়ান্ত তালিকা এবং একে ঘিরে বাংলা ভাষাভাষী অধ্যুষিত বরাক উপত্যকায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এনআরসির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে আসাম চুক্তির ৬-নম্বর ধারা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে ষাটের দশক থেকে চলে আসা পৃথক বরাকের দাবি আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে।